তারিখ 13 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ...

CC5

পরাক্ষা কেন্দ্রে গুলী

পদ্মপুরান মানেই নাগ-নাগিনীর কাহিনী। এটাই পদ্মপুরানের শ্রোতাদের অভিজ্ঞতা। অপরদিকে পরীক্ষা মানেই গণ-টোকাটুকি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অপ্রহরণ, মারপিট, হট্টগোল এবং অবশেষে গুলী ও গ্রেফতার। এটি হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কালনাগে কাটা মৃত লক্ষিন্দরকে কোন ক্রমেই বাঁচাতে না পেরে সুন্দরী বেহুলা যেমন নদীর স্রোতে ভেলা ভাসিয়েছিল আমরাও কি তেমনি আমাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে না পেরে নগর ছেড়ে বন-জঙ্গলের উদ্দেশে যাত্রা করবো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে এটি আমাদের তৃতীয় সম্পাদকীয়। আমরা শুরু থেকেই ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং এই পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত সকল মহলের প্রতি আবেদন জানিয়ে আসছি যে, আপনারা কেউ এমন কোন কাজ করবেন না বা এমন কথা বলবেন না যাতে পরীক্ষার পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠতে পারে, শান্তি নষ্ট হতে পারে, বিঘ্নিত হতে পারে এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

আমাদের আবেদন সর্বাংশে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু তবুও আমরা যতটা প্রত্যাশা করেছিলাম, ততখানি ফল লাভ ঘটেনি। আমরা পুনরায় আবেদন জানিয়েছি, শিক্ষা এবং পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর ও পরীক্ষক এমন কি সরকারের কাছে। দেশ এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত যাতে কল্যাণবহ হয় তার জন্য পরীক্ষার অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও তা অব্যাহত রাখতে। কিন্তু আমাদের সে আবেদনও সর্বাংশে রক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ খুলনা, পিরোজপুরসহ দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে এখনও বিভিন্ন রকমের দুর্ঘটনার সংবাদ আসছে।

পরীক্ষায় টোকাটুকির কারণে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। ডুমুরিয়া উপজেলা কেন্দ্রের এই পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য পুলিশ ১ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। পিরোজপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্রে একই ধরনের অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশ ২ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। ফলে একজন পরীক্ষার্থীসহ ১০ ব্যক্তি আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। উত্তেজিত জনতা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ী ভাংচুর ও ইট-পাটকেল ছুঁড়লে ৭ জন পুলিশ আহত হয়। পরীক্ষায় নকল করার দায়ে ৪ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করার জের হিসেবেই এই সাতখণ্ড রামায়ণ রচিত হয়।

তবু আমরা বলবো, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই রীতিমত পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিতে এসেছে এবং তারা পরীক্ষা দিতেও আগ্রহী। তারা চায় একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কিন্তু যে অতি সামান্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা না করে শুধু নকল করে পাস করার জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছে আসল সমস্যা সৃষ্টি করছে তারাই এবং তাদের নকল সরবরাহকারী একদল গুণ্ডা-পাণ্ডা ধরনের আত্মীয় কিংবা সহযোগী। নকল করতে যেয়ে ধরা পড়ে অধিক হৈ চৈ সৃষ্টি করে তারাই। আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করতে এরাই বেশী উদ্যোগী। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষা কাজে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই অবস্থাটা অনুধাবন না করেই লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ কিংবা গুলী চালানোর মত চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। ফলে জনকয়েক নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে, শান্তিপ্রিয় অধিকসংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পরিবেশ ভণ্ডুল হয়ে যায়। ভাল ছাত্র-ছাত্রীরাও আর ভাল পরীক্ষা দিতে পারে না।

আমরা আবারো সকল মহলকে সামগ্রিক পরিস্থিতিটি অনুধাবন করে নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণের অনুরোধ করি। আশা করি, আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না।